71

তারিখ 05 AUG 1997
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ১

দৈনিক বাংলা

লঃ ৬-০০ জাগরান, ৬-৩০ এ টু জেড অব কম্পিউটার, ৭-৩০ জি নেস শো, ৮-০০ জি নিউজ, ৮-৩০ স্পেশাল রিপোর্ট, ৯-০০ নি আওয়ার (কার্টুন), ১০-০০ গানে আন জানে, ১০-৩০ লাকমে রেত, ১১-০০ পরিবর্তন, ১১-৩০ ক্লোজ-আপ আন্তাকশারী, ১২- ওয়ার্ল্ড ইউরো এশিয়া টক ১

নওগাঁ জেলার সার্বিক

মাধ্যমিক স্তরে নওগাঁ জেলার শিক্ষা ব্যবস্থা ভেঙ্গে পড়েছে। ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম আর স্বজনপ্রীতি এখানে এখন স্বাভাবিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছে। চরম নৈরাজ্য নেমে এসেছে জেলার সামগ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থায়। প্রসঙ্গত ঃ উল্লেখ্য যে, নওগাঁ জেলা স্কুল, নওগাঁ কে. ডি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়, নওগাঁ সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং সাপাহার সরকারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়–এই চারিটি সরকারী উচ্চ বিদ্যালয়ে সুদীর্ঘকাল ধরে প্রধান শিক্ষকের পদ শূন্য রয়েছে। পদ শূন্য থাকায় এ দায়িত্বে নিয়োজিত ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তাগণ ফ্রি স্টাইলে তাঁদের কর্মকান্ড চালিয়ে যাচ্ছেন। শিক্ষকরা নিয়মিত ক্লাশ করেন না–নানান অজুহাতে কোনমতে দিন পাড়ি দিয়ে তাঁরা তাদের দায়সারা দায়িত্বপালন করেন। এছাড়া রয়েছে প্রশাসিক নানান অপকর্ম ও অব্যবস্থা। এ কারণে ভেস্তে যেতে বসেছে এই চারটি সরকারী বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুষ্ঠু ও স্বাভাবিক পরিবেশ, শিক্ষার মান এবং প্রশাসনিক নিয়ম কানুন। উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়েছেন অভিভাবক মহল। এ সব তদারকির জন্য জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার কার্যালয় থাকলেও নওগাঁ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার পদটি প্রায় সিকি যুগ যাবৎ শূন্য রয়েছে। এ দায়িত্বে নিয়োজিত একজন ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা এগারো থানার এই বৃহৎ নওগাঁ জেলার শিক্ষা ব্যবস্থাকে কোন ক্রমেই নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারছেন না। ভারপ্রাপ্ত জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার দাপটে নওগাঁ জেলার সার্বিক শিক্ষা অবকাঠামো একেবারে ধ্বংস হয়ে গেছে। ঘুষ, দুর্নীতি, অনিয়ম এমন এক পর্যায়ে এসে পৌঁছেছে যে তা থেকে মুক্ত হওয়ার বা রোধ করার কোন উপায় আছে বলে মনে হয়না। একটি স্বাভাবিক কাজেও ভারপ্রাপ্ত এই শিক্ষা কর্মকর্তাকে সন্তোষ্টি করতে না পারলে তার কোন সমাধান পাওয়া যায়না। ইদানীং তার 'নজরানার রেট' বেড়ে গিয়ে ধরা ছোঁয়ার বাইরে এক অস্বাভাবিক পর্যায়ে চলে গেছে। প্রতিনিয়ত হয়রানির শিকারে পরিণত হতে হচ্ছে এগারো থানার সরকারী বেসরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরিচালকবৃন্দের। এই রাহু গ্রাস থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন পথ দেখা যাচ্ছে না। এই হল নওগাঁ জেলার বর্তমান মাধ্যমিক-পর্যায়ের সার্বিক শিক্ষা চিত্র।

এ অবস্থায় নওগাঁ জেলার উল্লেখিত চারিটি সরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষকের শূন্য পদসহ জেলা শিক্ষা কর্মকর্তার শূন্য পদ স্বত্বর পূরণ করা অপরিহার্য হয়ে পড়েছে। এ সব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিক্ষা কার্যালয়ের সার্বিক অনিয়ম, অপকর্ম ও অব্যবস্থা সম্পর্কে সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ তদন্ত করে সমূলে উৎপাটন এবং এজন্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণে এগিয়ে আসার জন্য মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী, শিক্ষা সচিব, মহাপরিচালক মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদফতরসহ সংশ্লিষ্ট সকল মহল এগিয়ে আসবেন। এটাই নওগাঁ জেলাবাসীর একান্ত প্রত্যাশা।

পূর্ণিমা পাল
শিবরামপুর, নওগাঁ-৬৫০০।